গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউশনস(পিবিজিএসআই) স্কিম

সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইডিপি)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

E-mail: pbgsedp2021@gmail.com

স্মারক নং-পিবিজিএসআই/এসইডিপি/পিটিএ/৪১/২০২২/ ১২৬ তারিখ: ২৮/০২/২০২৪ খ্রি.

বিষয়: সারাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (PTA)" গঠন প্রসঙ্গে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইডিপি)-এর আওতাভুক্ত এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস (পিবিজিএসআই)' স্কিমের প্রস্তাবিত "অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (PTA) নীতিমালা ২০২৩" শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮১.৩৬.০০৪.২০-১৭; তারিখ ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.)। সে অনুযায়ী আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি.-এর মধ্যে সারা দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ ও মাদ্রাসা) "অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (PTA)" গঠনের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এমতাবস্থায় নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী সারাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ ও মাদ্রাসা) "অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (PTA)" গঠনের নির্দেশনা প্রদান ও পিটিএ গঠনে প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (PTA) নীতিমালা ২০২৩।

২৮.০২.২০২৪

(প্রফেসর চিত্ত রঞ্জন দেবনাথ)
স্কিম পরিচালক
ফোন: ০২-২২৬৬৩৭৩০০

উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
উপজেলা/থানা: ....

স্মারক নং-পিবিজিএসআই/এসইডিপি/পিটিএ/৪১/২০২২/ ১২৬ তারিখ :২৮/০২/২০২৪ খ্রি.

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় , ঢাকা;
২. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা;
৪. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা;
৫. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা;
৬. প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর এসইডিপি ও অতিরিক্ত সচিব (অর্থ ও প্রশাসন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৭. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও ন্যাশনাল প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, এসইডিপি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৮. পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা;
৯. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ...., অঞ্চল;
১০. উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক/ প্রশাসন), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা;
১১. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, ... অঞ্চল;
১২. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা (পত্রটি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
১৩. জেলা শিক্ষা অফিসার, ... (প্রতিষ্ঠানসমূহে অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (PTA) গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার অনুরোধসহ);
১৪. ফোকাল পার্সন, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেশন ইউনিট, এসইডিপি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
১৫. চেয়ারম্যান/ সভাপতি, গভর্নিং বডি/ ম্যানেজিং কমিটি, ...;
১৬. অধ্যক্ষ/ প্রধান শিক্ষক/ সুপার, ...;
১৭. সংরক্ষণ নথি।

২৮.০২.২০২৪

(প্রফেসর চিত্ত রঞ্জন দেবনাথ)
স্কিম পরিচালক
ফোন: ০২-২২৬৬৩৭৩০০

তানভীর-পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
উন্নয়ন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮১.৩৬.০০৪.২০-১৭

তারিখ: ১৭ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য "অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (PTA) নীতিমালা, ২০২৩" অনুমোদন।

সূত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর- পিবিজিএসআই/এসইডিপি/পিটিএ/৪১/২০২২/৪৫০; তারিখ: ২০/১২/২০২৩ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের 'Secondary Education Development Program (SEDP)' শীর্ষক প্রোগ্রামের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন '৩২০০০০১০৪-পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস (পিবিজিএসআই)' শীর্ষক স্কিমের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত "অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (PTA) নীতিমালা, ২০২৩" যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়।

০২। এমতাবস্থায়, অনুমোদিত নীতিমালাটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ সঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (PTA) নীতিমালা,২০২৩ ।

৩১/০১/২০২৪

(মনিরা বেগম)
উপসচিব
ফোন: ২২৩৩৮৪৫৫২
ইমেইল: dev.sec1@shed.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

১. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ।
২. প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, SEDP, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. স্কিম পরিচালক, পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস (পিবিজিএসআই) স্কিম, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৮. সংশ্লিষ্ট নথি।

অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (PTA)

নীতিমালা-২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস (PBGSI)
সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (SEDP)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অভিভাবক শিক্ষক সমিতি নীতিমালা

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	১
২	নামকরণ	২
৩	উদ্দেশ্য	২
৪	পিটিএ-এর সাধারণ সদস্য ও সাধারণ সভা	২
৫	কার্যকারী কমিটি	৩
৬	কার্যকারী কমিটির সদস্য নির্বাচন	৪
৭	সভাপতি ও সদস্য সচিব নির্বাচন	৫
৮	কার্যকর কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠান, পিটিএ-এর মেয়াদ এবং পরিচালনা পদ্ধতি	৬
৯	পিটিএ-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য	৬
১০	স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা	৯
১১	পিটিএ-এসএমসি/এমএমসি/জিবি যৌথ প্রয়াস/পর্যবেক্ষণ	৯
১২	অভিভাবক সমাবেশ	১০
১৩	উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার ভূমিকা	১০
১৪	অর্থ ব্যবস্থাপনা	১০
১৫	নির্দেশিকার কার্যকারিতা	১১

১. ভূমিকা:

উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে শতভাগ শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। জীবনদক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা এবং কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করে জনসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ এবং SDG-4 বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বৈশ্বিক চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে। এ জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি ও পেশাভিত্তিক কর্মবান্ধব শিক্ষা কর্মসূচি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালুর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পিছিয়ে পড়া, নারী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষায় সংযুক্ত করতে বিভিন্ন সহায়তা এবং বৃত্তি প্রদানে বর্তমান সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কৃতি শিক্ষার্থী, নারী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে এনে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের কোনও বিকল্প নেই। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল শিক্ষা বাস্তবায়ন, অনলাইন কার্যক্রম, ই-লার্নিং, ব্লেন্ডেড লার্নিং ও অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (SEDP)-এর "পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস (PBGSI)" স্কিমও একই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "সোনার বাংলা" গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় ও অঙ্গীকার নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পাশাপাশি PBGSI স্কিম অবিরাম কাজ করে চলছে।

মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান এবং শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা। বিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং বাড়িতে পিতা-মাতা ও অভিভাবকের প্যারেন্টিং শিক্ষার প্রধান সহায়ক। এই দুইয়ের মিলিত উদ্যোগে শিক্ষা পরিকল্পনা এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণে প্রচেষ্টা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। মূলত "অভিভাবক শিক্ষক সমিতি"-এর ধারণা এই প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত। দক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের পরিচালনা এবং সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তির জন্য "অভিভাবক শিক্ষক সমিতি" পুনর্গঠন করা এবং দায়িত্ব-কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করা জরুরি। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় "শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২৩" বাস্তবায়নে "অভিভাবক শিক্ষক সমিতি" সম্মিলিতভাবে অবদান রাখতে পারে। পরীক্ষানির্ভর পড়াশুনার পরিবর্তে দক্ষতা ও জ্ঞাননির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়নে "অভিভাবক শিক্ষক সমিতি" (PTA) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

"ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এফএসএসএপি)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৩ সালে "শিক্ষক অভিভাবক সমিতি"(PTA)-এর প্রথম প্রবর্তন করা হয়েছিলো। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ১৯৯৬ সালে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়সমূহের জন্য "শিক্ষক অভিভাবক সমিতি" গঠন নীতিমালা জারি এবং কার্যকর করে। শতভাগ সফলতা পাওয়া না গেলেও বিদ্যমান "শিক্ষক অভিভাবক সমিতির" কার্যক্রমে স্থানীয় অংশগ্রহণ অনেক পরিমাণে বেড়েছে এবং শিক্ষকগণ দায়িত্ব পালনে অনেক বেশি উদ্যোগী ও যত্নবান হয়েছেন। সেকায়েপভুক্ত ২১৫ উপজেলায় প্রায় ১১ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে PTA গঠিত হয়েছিল। PTA মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টদের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এফএসএসএপি প্রকল্প ও সেকায়েপ বাস্তবায়নে অর্জিত শিক্ষার আলোকে এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার নিরিখে 'শিক্ষক অভিভাবক সমিতি' (PTA)-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য পুনঃনির্ধারণ করে পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৮১.৩৬.০০৪.২০-৮৪ নং স্মারকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ PBGSI স্কিমকে একটি কর্মশালার মাধ্যমে "শিক্ষক অভিভাবক সমিত"-এর নীতিমালা পুনর্গঠন করে প্রস্তাব আকারে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। PBGSI স্কিম বাংলাদেশের সকল উপজেলা/থানায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে PTA গঠনের ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমান চাহিদার আলোকে অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (PTA)-এর নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদ করে সারাদেশের জন্য জারি করা হলো ।

২. নামকরণ:

২.১ এই সমিতির নাম হবে "অভিভাবক শিক্ষক সমিতি"। অতঃপর "অভিভাবক শিক্ষক সমিতি" 'PTA/পিটিএ' নামে অভিহিত হবে। "পিটিএ" সকল সরকারি/বেসরকারি নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, স্কুল এন্ড কলেজ, কারিগরি বিদ্যালয়, মাদ্রাসার দাখিল ও আলিম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে।

২.২ "পিটিএ" শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের একটি সংগঠন। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্য কাজ করা। এটি পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও শিক্ষা কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য একটি উপযোগী সংগঠন।

২.৩ **সংজ্ঞা:** এই নির্দেশিকায় বর্ণিত বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হলে-

ক. অভিভাবক অর্থ-

১. নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, স্কুল এন্ড কলেজ, দাখিল ও আলিম মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত কোনো শিক্ষার্থীর পিতা অথবা মাতা;

২. কোনো শিক্ষার্থীর পিতা ও মাতা জীবিত না থাকলে তার আইনানুগ তত্ত্বাবধানকারী অন্য কোনো ব্যক্তি;

খ. স্কুল/বিদ্যালয় অর্থ: স্কুল, ভোকেশনাল সংযুক্ত স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ, কারিগরি স্কুল/কলেজ এবং মাদ্রাসা;

গ. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ বিদ্যালয় অর্থ- সরকারি/বেসরকারি/প্রাইভেট/বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত নিম্ন-মাধ্যমিক/ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, স্কুল এন্ড কলেজ, ভোকেশনাল/বিএম সংযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়/ কলেজ, কারিগরি বিদ্যালয় এবং দাখিল ও আলিম পর্যায়ে পাঠদানকৃত মাদ্রাসা।

৩. উদ্দেশ্য:

পিটিএ-এর উদ্দেশ্যসমূহ:

৩.১ শিক্ষার্থীর সার্বিক কল্যাণের জন্য বিদ্যালয়ে, বাড়িতে এবং সমাজের সর্বস্তরে কাজ করা;

৩.২ "শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২৩" বাস্তবায়নে ও শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবকদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা;

৩.৩ সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ ও শিক্ষা কার্যক্রমে পিতা-মাতা/অভিভাবকদের যুক্ত করা;

৩.৪ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা/অভিভাবকের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা;

৩.৫ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ সংগ্রহ ও তার ব্যবহার;

৩.৬ সামাজিক নিরীক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা;

৩.৭ উপজেলা/থানার শিক্ষা মেলায় অংশগ্রহণ ও মেলা আয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করা;

৩.৮ সরকারি অনুদান, পুরস্কার বিতরণ ও নানা অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করা।

৪. পিটিএ-এর সাধারণ সদস্য ও সাধারণ সভা:

৪.১ কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবক এবং প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক পিটিএ-এর সাধারণ সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন;

৪.২ প্রতিবছর দুই বার পিটিএ-এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। বছরের প্রারম্ভে একটি এবং মধ্যবর্তী সময়ে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হবে;

৪.৩ এসব সভা অভিভাবক সমাবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবে। প্রতিটি অভিভাবক সমাবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান পিটিএ এবং স্কুল/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির যৌথ দায়িত্ব পালন বিষয়ক অগ্রগতি তুলে ধরবেন;

৪.৪ অভিভাবক সমাবেশে পিটিএ-এর বিগত সময়ের কাজের অগ্রগতি ও আর্থিক বিষয়াদি আলোচনা করা হবে।

৫. কার্যকরী কমিটি:

৫.১ সাধারণ বিদ্যালয়/দাখিল মাদ্রাসার ক্ষেত্রে পিটিএ-এর কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৬ (ষোলো) সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি থাকবে।
কার্যকরী কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে-

সদস্য	সংখ্যা
অভিভাবক প্রতিনিধি (প্রতি শ্রেণি থেকে ২ জন)	১০ জন
শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রতি শ্রেণি থেকে ১ জন)	০৫ জন
এসএমসি/এমএমসি কর্তৃক মনোনীত একজন অভিভাবক	০১ জন
মোট	১৬ জন

৫.২ ভোকেশনাল শাখাসহ সাধারণ বিদ্যালয়/মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি থাকবে। কার্যকরী কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে-

সদস্য	সংখ্যা
সাধারণ শাখা: অভিভাবক প্রতিনিধি (প্রতি শ্রেণি থেকে ২ জন)	১০ জন
ভোকেশনাল শাখা: অভিভাবক প্রতিনিধি (প্রতি শ্রেণি থেকে ১ জন)	০২ জন
সাধারণ শাখা: শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রতি শ্রেণি থেকে ১ জন)	০৫ জন
ভোকেশনাল শাখা: শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রতি শ্রেণি থেকে ১ জন)	০২ জন
এসএমসি/এমএমসি কর্তৃক মনোনীত একজন অভিভাবক	০১ জন
মোট	২০ জন

৫.৩ নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে সদস্য সংখ্যা কমবে এবং ১০ (দশ) সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হবে। নিম্ন-মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী কমিটি নিম্নরূপ হবে-

সদস্য	সংখ্যা
অভিভাবক প্রতিনিধি (প্রতি শ্রেণি থেকে ২ জন)	০৬ জন
শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রতি শ্রেণি থেকে ১ জন)	০৩ জন
এসএমসি/এমএমসি কর্তৃক মনোনীত একজন অভিভাবক	০১ জন
মোট	১০ জন

৫.৪ স্কুল এন্ড কলেজের ক্ষেত্রে ২২ (বাইশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি থাকবে । কার্যকরী কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে-

সদস্য	সংখ্যা
অভিভাবক প্রতিনিধি (প্রতি শ্রেণি থেকে ২ জন)	১৪ জন
শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রতি শ্রেণি থেকে ১ জন)	০৭ জন
জিবি কর্তৃক মনোনীত একজন অভিভাবক	০১ জন
মোট	২২ জন

৫.৫ স্বতন্ত্র কারিগরি বিদ্যালয়/ কলেজের ক্ষেত্রে পিটিএ-এর কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য PTA কার্যকরী কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে-

সদস্য	সংখ্যা
অভিভাবক প্রতিনিধি	• প্রতি শ্রেণি থেকে ২ জন
শিক্ষক প্রতিনিধি	প্রতি শ্রেণি থেকে ১ জন
জিবি কর্তৃক মনোনীত অভিভাবক	০১ জন
মোট	

- প্রতি শ্রেণি থেকে ২ জন অভিভাবক থাকবেন। তবে উল্লেখ থাকে কোনও শ্রেণিতে মোট শিক্ষার্থী ৩০ জনের কম হলে অভিভাবক প্রতিনিধির সংখ্যা হবে ১ জন।

৫.৬ কার্যকরী কমিটিতে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং একজন সদস্য সচিব থাকবেন।

৬. কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচন:

শিক্ষা বছরের প্রারম্ভে শ্রেণিতে পাঠদান শুরু হবার পনেরো কার্যদিবসের মধ্যে স্কুল বা মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান করে পিটিএ গঠনের লক্ষ্যে কার্যকরী কমিটির প্রতিনিধি/সদস্য নির্বাচন করতে হবে। স্কুল/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসচিব সভাপতির সাথে আলোচনা করে উক্ত সভা আহবান করবেন। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে সভার কার্যবিবরণীর কপি প্রেরণ করতে হবে। কোনও কারণে সদস্যসচিব/সভাপতি সভা আহ্বানে ব্যর্থ হলে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা স্কিম ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে সংখ্যাগরিষ্ঠের লিখিত মত নিয়ে পিটিএ গঠনের উদ্দেশ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। সেক্ষেত্রে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা PTA সংশ্লিষ্ট কাজে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্বপালনকারী সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। নিম্নরূপভাবে অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে হবে।

৬.১ অভিভাবক প্রতিনিধি:

ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য থেকে প্রত্যেক শ্রেণির জন্য দুইজন করে অভিভাবক নির্বাচিত হবেন। প্রতিশ্রেণির মেধাভিত্তিক প্রথম পাঁচজন শিক্ষার্থীর আগ্রহী অভিভাবকদের মধ্য হতে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিশ্রেণির জন্য ২ জন করে মোট ১০/১৪ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। সাধারণ স্কুলের সাথে ভোকেশনাল শাখার ৯ম শ্রেণি ও ১০ম শ্রেণি ১ জন করে অভিভাবক সদস্য এবং শিক্ষক প্রতিনিধি ১ জন করে নির্বাচন করবে। শুধুমাত্র ষষ্ঠ শ্রেণির ক্ষেত্রে ৫ম শ্রেণির মূল্যায়ন/ ভর্তি পরীক্ষার মূল্যায়ন/ বা বিগত শ্রেণিগুলোর গড় মূল্যায়নের ভিত্তিতে অভিভাবক নির্বাচন করতে হবে। এভাবে উক্ত মোট ১০/১৪ জন অভিভাবক সদস্যের মধ্যে অন্তত ৫ জন সদস্য নারী হবেন। অধিকতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসমম্পন্ন অভিভাবকগণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। একই শিক্ষাগত যোগ্যতার অভিভাবক আগ্রহী হলে সন্তানদের ফলাফল বিবেচনায় আসবে।

৬.২ অভিভাবক প্রতিনিধির স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্তি ও অব্যাহতি:

উপরিউক্ত ৬.১ উপানুচ্ছেদ মতে একবার পিটিএ কমিটি গঠিত হবার পর মেয়াদকালের মধ্যে প্রতিবছর শেষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসার ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণি সমাপনকারী শিক্ষার্থীদের ২ জন এবং স্কুল এন্ড কলেজের ক্ষেত্রে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ২ জন করে মোট ৪ (চার) জন অভিভাবক স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকরী কমিটি হতে অব্যাহতি পাবেন। একইভাবে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ২ জন অভিভাবক প্রতিনিধি ৫ম শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল অথবা ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে স্কুল/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা কর্তৃক কার্যকরী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং স্কুল ও কলেজের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে ষষ্ঠ ও একাদশ শ্রেণিতে ২ জন করে মোট ৪ জন সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৬.৩ শিক্ষক প্রতিনিধি:

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি অথবা দ্বাদশ শ্রেণি (স্কুল এন্ড কলেজের ক্ষেত্রে) পর্যন্ত শ্রেণি-শিক্ষকগণ কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন এমনভাবে করতে হবে যেন এদের মধ্যে অন্ততপক্ষে দুইজন নারী শিক্ষককে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কোনো শ্রেণিতে একাধিক শাখা থাকলে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন বা "ক" শাখার শ্রেণি শিক্ষক কমিটিতে অগ্রাধিকার পাবেন।

৬.৪ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত অভিভাবক:

স্কুল/মাদ্রাসা/কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক নির্বাচনের সভায় শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্য থেকে একজন অভিভাবক সদস্য মনোনয়ন দেবে। তিনি স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ হতে অভিভাবক সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। তবে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা কর্মচারী কোনক্রমেই এরূপ সদস্য হতে পারবেন না।

৬.৫ সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা:

অভিভাবক তালিকায় নাম নেই অথবা মানসিক ভারসাম্যহীন অথবা অনিবাসী অথবা ফৌজদারি আইনে দণ্ডপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অভিভাবক শিক্ষক সমিতির সদস্য হতে পারবেন না।

৭. সভাপতি নির্বাচন :

পিটিএ-এর সকল প্রতিনিধি নির্বাচনের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-প্রধান ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে USEO/TSEO) সঙ্গে আলোচনাক্রমে উক্ত নির্বাচনের পনেরো কার্যদিবসের মধ্যে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সভা আহবান করবেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন। অভিভাবক সদস্যদের মধ্য হতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পিটিএ-এর একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হবেন। এ নির্বাচনে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/একাডেমিক সুপারভাইজার প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন।

৮. সদস্যসচিব নির্বাচন:

কার্যকরী কমিটির প্রথম সভায় সকল সদস্যের উপস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে শিক্ষক সদস্যগণের মধ্য হতে সদস্যসচিব নির্বাচিত হবেন।

৯. কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠান:

পিটিএ সভাপতি, সহসভাপতি এবং সদস্যসচিব নির্বাচনের পরপরই এসএমসি/এমএমসি/জিবি সভাপতি নব নির্বাচিত পিটিএ সভাপতিকে সভায় সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ জানাবেন। অতঃপর পিটিএ সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন ।
এটি পিটিএ কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা হিসেবে গণ্য হবে।

১০. পিটিএ-এর মেয়াদ এবং পরিচালনা পদ্ধতি:

১০.১ প্রথম সভার তারিখ হতে পিটিএ-এর কার্যকরী কমিটির মেয়াদ হবে ৩ বছর । প্রতি ৩ বছর পর পর পিটিএ কমিটি নতুনভাবে পুনর্গঠিত হবে;

১০.২ কার্যকরী কমিটির সভা সাধারণত প্রতি ২ মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে। তবে কমিটি প্রয়োজন মতো যে কোনো সময় সভা আহবান করতে পারবে। যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে পর পর ৩টি সভা সময়মতো অনুষ্ঠিত না হলে কমিটি বাতিল/বিলুপ্ত গণ্য হবে। এরূপ বিলুপ্তির পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। নতুন কমিটি বিলুপ্ত কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবে;

১০.৩ যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে কোনো সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল হবে;

১০.৪ সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহসভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। উভয়ের অনুপস্থিতিতে বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবক সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন;

১০.৫ পিটিএ-এর সাধারণ সভার জন্য এক পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতিতে কার্যকরী কমিটির সভায় কোরাম হবে। তবে শারিরীক অসুস্থতা বা নিজের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেক কার্যকরী কমিটির প্রথম সভায় সকল সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক;

১০.৬ কার্যকরী কমিটির সদস্যসচিব সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি পিটিএ সভার সিদ্ধান্তসমূহ পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। অনুমোদনের পর সভার সিদ্ধান্তসমূহ স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রতিষ্ঠানপ্রধান এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;

১০.৭ কোরামের অভাবে মূলতবী সভা অনুষ্ঠানের জন্য কোরাম প্রয়োজন হবে না;

১০.৮ পিটিএ-এর কার্যকরী কমিটির সকল সভা প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানের চত্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে;

১০.৯ পিটিএ কার্যকরী কমিটির সভায় সকল সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতৈক্যেরভিত্তিতে নিতে হবে। এক্ষেত্রে অভিভাবক সদস্যের কমপক্ষে অর্ধেক সদস্যের মতামত থাকতে হবে।

১০.১০ কোনো কারণে পিটিএ-এর কোনো সদস্যপদ শূন্য হলে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভায় বা পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে আহত বিশেষ সভায়, যেটি আগে হয়-পদটি পূরণ করতে হবে। বিশেষ অবস্থায় উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় শূন্যপদ পূরণের জন্য একজন সদস্য নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

১১. পিটিএ-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১১.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত:

১১.১.১ SMC/MMC/GB-এর চাহিদা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক এবং একাডেমিক বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা রক্ষায় সহায়তা প্রদান;

১১.১.২ বছরের প্রারম্ভে/যথাসময়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নসংক্রান্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত গাইডলাইন অনুসরণে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা পরিচালনা করার বিষয় পর্যবেক্ষণ করা;

১১.১.৩ প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুযোগ সুবিধা, যেমন: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলান, বসার ব্যবস্থা, আলাদা কমনরুম, স্যানিটেশন, হাইজিন কর্নার, বিশুদ্ধ খাবার পানি, লাইব্রেরি, বিজ্ঞানাগার সুবিধা, ফাস্ট এইড ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা;

১১.১.৪ শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা (Accessiblity), ভর্তি বৃদ্ধি, ঝরেপড়া হ্রাসকরণ এবং সমাজে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করা;

১১.১.৫ প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ও শিক্ষাক্রম যথযযথ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত শ্রেণি পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠানে ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দেওয়া;

১১.১.৬ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নে ও শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে স্কুল/ মাদ্রাসা/ স্কুল এন্ড কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

১১.২ কর্মসম্পাদন সম্পর্কিত:

১১.২.১ বছরে অন্তত একবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা। নিরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থী ভর্তি, ঝরে পড়ার হার, শিক্ষার মান এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিত মতামত প্রদান করবে। সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আর্থিক জবাবদিহিতা থাকবে না, তবে আর্থিক বিষয় পরিচালনা সম্পর্কে মতামত ও সুপারিশ থাকবে;

১১.২.২ অভিভাবকগণের অবগতির জন্য লিখিত মতামত প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য স্থানে রাখতে হবে। সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটি উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, PBGSI স্কিম এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে;

১১.২.৩ প্রতিষ্ঠানে তথ্যছক প্রস্তুত করে প্রকাশ্যে প্রদর্শন নিশ্চিত করতে হবে। এতে তুলনামূলক পর্যালোচনাসহ বিগত পাঁচ বছরের অর্জনসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে ।

১১.২.৪ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং পিটিএ পরিচালনার জন্য অবস্থাসম্পন্ন অভিভাবক ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অনুদান নিয়ে তহবিল সংগ্রহ ।

১১.২.৫ PBGSI স্কিমের অনুকূলে প্রাপ্ত SMAG-এর অর্থের খাতভিত্তিক ব্যয় নিশ্চিতকরণ ও এ সম্পর্কিত রিপোর্ট স্কিম অফিসে প্রেরণ।

১১.৩ শিক্ষক সম্পর্কিত:

১১.৩.১ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি, সময়মতো শ্রেণিকক্ষে গমন এবং প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণপূর্বক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিতকরণ/ দৃষ্টি আর্কষণ;

১১.৩.২ নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিখনকালীন মূল্যায়ন পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং শিখনকালীন মূল্যায়ন ও সামষ্ঠিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিতকরণ বা দৃষ্টি আকর্ষণ;

১১.৩.৩ শিক্ষকগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যৌক্তিক বিষয়সমূহ উর্ধবতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং শিক্ষক শিক্ষার্থী সহযোগিতা বাড়ানো;

১১.৩.৪ শিক্ষক পরিষদ এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা।

১১.৩.৫ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুযায়ী সকল বিষয়ের শিখন হাতে কলমে হবার কথা। সুতরাং শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ সেই সাথে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক সকল অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন দিবস আয়োজনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা।

১১.৪ **শিক্ষার্থী সম্পর্কিত:**

১১.৪.১ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, সময়ানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলা পরিবীক্ষণ করা;

১১.৪.২ বিদ্যালয় গমনোপযোগীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার হ্রাসকরণে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করা;

১১.৪.৩ শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে গমনাগমনে নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখা, মেয়ে শিক্ষার্থীদের উত্যক্ত করার বিরুদ্ধে এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফেরত আনতে জোর প্রচারণাসহ সমাজ ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সমাবেশ আয়োজন করা;

১১.৪.৪ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বিদ্যালয়ে/মাদ্রাসায় হাইজিন কর্নার, First Aid Box রাখা অথবা প্রয়োজনে নিকটস্থ কোনো ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ।

১১.৪.৫ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করতে অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

১১.৫ **সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা সম্পর্কিত:**

ক. কমিটির গঠন:

সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা "অভিভাবক শিক্ষক সমিতি" (পিটিএ)-এর একটি প্রধান দয়িত্ব। প্রতিটি বিদ্যালয়ের সামাজিক নিরীক্ষা কার্য পরিচালনার জন্য একটি কমিটি থাকবে। এর নাম হবে "সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি"। সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনায় ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি নিম্নরূপে গঠন করা হবে:

ক্র.	সদস্য	পদ
১	"অভিভাবক শিক্ষক সমিতি"-এর সভাপতি	সমন্বয়কারী
২-৩	পিটিএ কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের দুজন অভিভাবক (১ জন নারী ও ১ জন পুরুষ)	সদস্য
৪	ইউনিয়ন পরিষদের/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের চেয়ারম্যান/মেয়র/সদস্য/কাউন্সিলর	সদস্য
৫	এসএমসি/এমএমসি/জিবি মনোনীত ও গ্রহণযোগ্য একজন শিক্ষাবিদ/শিক্ষানুরাগী (নূন্যতম স্নাতক)	সদস্য
৬	প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক	সদস্য

খ. কমিটির ভূমিকা:

১. পিটিএ-এসএমসি/এমএমসি/জিবি-এর যৌথ সভায় আলোচনা করে "সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি" গঠিত হবে এবং কমিটি সামাজিক নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দেবে। অভিভাবক শিক্ষক সমিতি সকল পক্ষের সাথে যোগাযোগ করে সভা আহবান করবেন;

২. সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষার পরিবেশ, উন্নয়ন কার্যক্রম, আর্থিক অবস্থা এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ বিভিন্ন দপ্তর ও এসএমসি/এমএমসি/জিবি-এর সাথে আলোচনা করবে;

৩. জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২৩ অনুযায়ী শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণপূর্বক সকল বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রম এবং শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট পেশ।

৪. সামাজিক নিরীক্ষা রিপোর্ট এসএমসি/এমএমসি/জিবি সভা এবং অভিভাবক সমাবেশে দাখিল করা হবে। এটি বিদ্যালয় নোটিশ বোর্ডেও লাগানো হবে;

৫. প্রতিষ্ঠান প্রধান সামাজিক নিরীক্ষা কমিটিকে সার্বিক সহায়তা দেবেন;

৬. প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বিগত বছরের সামাজিক নিরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মনোনীত শিক্ষক প্রতিনিধি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন;

৭. যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির সদস্য করা বাঞ্ছনীয় ।

গ. সামাজিক নিরীক্ষায় পিটিএ-এর ভূমিকা:

১. সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি গঠন;

২. সামাজিক নিরীক্ষা কমিটিকে নিরীক্ষা পরিচালনায় সহায়তা করা;

৩. শিক্ষার অগ্রগতি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সামাজিক নিরীক্ষা কমিটিকে সরবরাহ করা;

৪. বিদ্যালয় সম্পর্কিত সার্বিক ধারণা এবং এসএমসি/এমএমসি/জিবি, প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা;

৫. অভিভাবক সমাবেশ আহবান;

৬. সামাজিক নিরীক্ষা রিপোর্ট অভিভাবক সমাবেশে উত্থাপন;

৭. অভিভাবক সমাবেশে সামাজিক নিরীক্ষা রিপোর্টের পরামর্শসমূহ উপস্থাপন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

৮. সামাজিক নিরীক্ষার রিপোর্ট যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ।

১২. স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা:

১২.১ স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধি মোতাবেক পিটিএ গঠন, শূন্যপদ তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ এবং এই সমিতিকে বিদ্যালয়ে পরিচালনার সহায়ক শক্তি হিসেবে গ্রহণ ও পরিচর্যা করবে;

১২.২ পিটিএ সম্পর্কিত বিরোধ/সন্দেহ নিরসন করবে।

১২.৩ সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা কমিটি পিটিএকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে এবং স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে;

১২.৪ পিটিএ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর অভিভাবক এবং শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংস্থা। অতএব শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কল্যাণে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় পিটিএর সাথে পরামর্শ করবে;

১২.৫ জরুরি পরিস্থিতিতে কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে উভয় কমিটির যৌথ সভা ডাকতে পারবে। স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন । তিনি অনুপস্থিত থাকলে পিটিএ সভাপতি এতে সভাপতিত্ব করবেন।

১৩. পিটিএ-এসএমসি/এমএমসি/জিবি যৌথ প্রয়াস/পর্যবেক্ষণ:

এছাড়াও স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পিটিএ যৌথভাবে শিক্ষার মানোন্নয়নে নিম্নবর্ণিত নির্দেশকগুলি অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে:

১৩.১ শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ:

ক) শিক্ষকগণ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক ক্লাসে সম্পৃক্ত করা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা;

খ) শিক্ষকগণ কর্তৃক শিখণ-উপকরণ ব্যবহার করা;

গ) শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক শ্রেণির ও বাড়ির কাজগুলো সময়মত শেষ করা;

ঘ) সর্বোচ্চ শিখণের জন্য শিক্ষকগণ কর্তৃক কার্যকরভাবে সময়ের ব্যবহার করা;

ঙ) শ্রেণিকক্ষে শিখণের অনুপযোগী পরিবেশ না থাকার বিষয়ে পর্যবেক্ষণ, যেমন: ধুমপান, সেলফোন ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের প্রতি রূঢ় আচরণ, বুলিং, ইভটিজিং করা ইত্যাদি । উপরে বিবৃত নির্দেশকগুলি ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পিটিএ শ্রেণিকক্ষের বাইরে থেকেও পরীক্ষা করতে পারেন;

চ. সকল বিষয়ের শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণপূর্বক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা;

ছ) এনসিটিবি ও মাউশি কর্তৃক প্রেরিত মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুযায়ী শিখণকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন নিশ্চিত করা।/

১৩.২ পিটিএ-এসএমসি/এমএমসি/জিবি-এর যৌথ প্রয়াস:

ক) শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ;

খ) ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

গ) অনুদান, পুরস্কার, বৃত্তি, উপবৃত্তি ও সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে সকল অভিভাবকদের অবহিত করা;

ঘ) কোনো বিষয়ে দুর্বল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত ও অতিরিক্ত ক্লাশের জন্য উপযুক্তদের তালিকা তৈরি;

ঙ) প্রাইভেট কোচিং ও অনুনোমদিত গাইড ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করতে সহযোগিতা করা;

চ) প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রেজিস্টার পরীক্ষা, প্রতিটি ক্লাশ পর্যবেক্ষণ এবং সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রতি সপ্তাহে অন্তত ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ রাখা;

ছ) ৩ (তিন) সদস্যের দল গঠন করে স্কুল শিক্ষার্থীদের গমনাগমনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের হয়রানির অবসান ঘটানো, ধুমপান, ইভটিজিং, মাদক ও বুলিং পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া;

জ) জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২৩ অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের যথাযথ পরিবেশ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৩.৩ অভিভাবক সমাবেশ:

প্রতিষ্ঠান প্রধানের উপস্থিতিতে বছরে ২ বার অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সমাবেশে এসএমসি/ এমএমসি/জিবি ও পিটিএ নিম্নরূপ প্রতিবার্তা প্রদান করবে;

ক) শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত প্রতিবার্তা;

খ) প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কৃতিত্বেরভিত্তিতে স্কুল ইনফরমেশন রিপোর্ট কার্ড মূল্যায়ণ। এ প্রতিবার্তা স্কুল বা শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়, রিপোর্টটি দুইপাতার বেশি হবে না যাতে প্রতিষ্ঠান প্রধান মূল্যায়নোত্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন;

গ) পিটিএ কমিটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা, উপস্থিতি ও বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোকপাত করবে;

ঘ) ঝরেপরা শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনার সমস্যা, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, ধুমপান, ইভটিজিং, মাদক ও বুলিং প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা করবে;

ঙ) সামাজিক নিরীক্ষার ফলাফল অভিভাবকদের অবহিত করবে;

চ) PBGSI-এর বিভিন্ন অনুদান ও পুরস্কার সম্পর্কে অবহিত করবে;

ছ) জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২৩ অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত করা;

জ) শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে তাদের সহযোগিতা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা।

১৪. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার ভূমিকা :

উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিটিএ গঠন পরিবীক্ষণ করবেন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে এবং PBGSI স্কিমকে অবহিত রাখবেন। তিনি পিটিএ-এর কার্যকরী কমিটির সভায় যোগদান করতে পারেন তবে তার ভোটাধিকার থাকবে না। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পিটিএ-এর মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে তিনি ভূমিকা রাখবেন। তিনি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের অথবা উপবৃত্তি বিতরণের বা PBGSI-এর পুরস্কার বা অনুদান বিতরণের সময় পিটিএ সভার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি যাচাই করতে পারবেন।

১৫. অর্থ ব্যবস্থাপনা:

১৫.১ পিটিএ-এর আর্থিক সহায়তার জন্য একটি তহবিল গঠন করা যেতে পারে। এই তহবিল নিম্নরূপে গঠিত হবে-

ক) সরকার প্রদত্ত অনুদান (যদি থাকে),

খ) বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অনুদান ও

গ) পিটিএ সদস্য/অভিভাবকদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অনুদান;

১৫.২ পিটিএ তহবিল থেকে নিম্নরূপে ব্যয় করা যাবে-

ক) সাধারণ সভা এবং কার্যকরী সভা অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য;

খ) অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন, সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা ও বিদ্যালয়ে রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসার কৃতিত্বের প্রচার;

গ) ইভটিজিং, বুলিং, বাল্যবিবাহ, ধূমপান ও মাদকাসক্তি বিরোধী প্রচার;

ঘ) ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসায় ফিরিয়ে আনতে প্রচরণাসহ সমাজ ও প্রতিষ্ঠানকে সংগঠিত করার কাজে ব্যয়।

ঙ) জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২৩ বান্ধব শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিখন উপকরণ সরবারহ।

১৫.৩ নিকটস্থ তফসিলি ব্যাংকে পিটিএ-এর ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে;

১৫.৪ ব্যাংক হিসাব সভাপতি এবং সদস্য সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে;

১৫.৫ সকল ব্যয় সরকারি আইন ও বিধি-বিধান মেনে করতে হবে;

১৫.৬ পিটিএ বিস্তারিত রশিদ ও ভাউচারসহ তহবিল সংক্রান্ত সকল আয়-ব্যয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করবে। অডিটকালে/ নিরীক্ষাকালে এসব রেকর্ডসহ হিসাব বিবরণ অডিট কর্তৃপক্ষের কাছে এবং স্কিম কর্মকর্তা ও উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পরিদর্শনের সময় পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করবে;

১৫.৭ পিটিএ সদস্যসচিব কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ও সভাপতি কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত আয়-ব্যয়ের বিবরণী, SMAG অনুদানের ব্যয় এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র স্কিম ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করবে।

১৬. নির্দেশিকার কার্যকারিতা:

নবায়িত পিটিএ নির্দেশিকা সারাদেশের সকল উপজেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকায় থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অধিক্ষেত্রের মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে কার্যকর হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে স্কিম মেয়াদ শেষেও এ নির্দেশনাটি অব্যাহত ও কার্যকর থাকবে।

স্কিম পরিচালক
পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস স্কিম, এসইডিপি

প্রফেসর চিত্তরঞ্জন দেবনাথ (৪১৫৯)
স্কিম পরিচালক
পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস, এসইডিপি
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর,
বাংলাদেশ, ঢাকা।

(প্রফেসর নেহাল আহমেদ-৩১৪)
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

৩১/৮/১৪
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সোলেমান খান
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার